OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 340 - 348
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র

ড. সুধাময় ভুঁই
সহকারী অধ্যাপক
এস.বি.এস. গভর্নমেন্ট কলেজ, হিলি
Email ID: bhuinsudhamoy@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Ramayana, Koikeyi, Beloved queen of Dasharatha, Succession struggle, Self-defence, Tragic character.

Abstract
The main conflict in the Ramayana is centred on throne and power. The problem starts with the royal throne of Ayodhya. Dasharatha's beloved wife Koikeyi was at the centre of power. A sudden plan was made to anoint Rama, the son of Koushalya as the crown prince. Koikeyi resists this with all her might. The entire royal family and even the circumstances were against her. For the future of her son, and her own rights, Koikeyi fought this unequal battle alone. She wrested victory even from the adverse situation with her cunning and flair. Readers cannot accept her in good heart because of her hyperactivity. Even her own son Bharata disowned her. The character thus becomes a tragic one.

Discussion

সাহিত্যশাখায় মহাকাব্য এক অতিলৌকিক নির্মাণ। সমাজ-জঠরে লুকিয়ে থাকা কাহিনি, কবিদের শ্রম ও নিষ্ঠায় কাব্যদেহ ধারণ করে প্রাচীন এই সাহিত্য প্রকরণে। বিশ্বসাহিত্যে মহাকাব্য দুর্লভ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্যে মাত্র দুটি। দুই মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ আছে ভারতবর্ষীয় কবিদের অলৌকিক, বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর। বহু কাল ধরেই মহাকাব্যদ্বয় সমালোচকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে এসেছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচকদের আলোচনার বিষয় কাহিনির উৎস, চরিত্রের ঐতিহাসিকতা যেমন; তেমনি কাব্যত্বের বিচার। প্রাচীনতার চিহ্নবাহী মহাকাব্যদুটির মধ্যে প্রাচীনতম রামায়ণ। আদিকাব্য নামে যা পরিচিত—

"আদিকাব্যমিদং চার্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।।"[১]

রাম না হতেই রামায়ণ— প্রবাদের মত প্রাচ্য অলংকার সাহিত্যের সূচনাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে রামায়ণ মহাকাব্যটি। কাব্যের কাব্যত্ব সম্পর্কে প্রথম কৌতূহলী চিন্তা, জাতীয় এই মহাকাব্যেই লক্ষ করা যায়[২]। শুধু কাব্যত্বের অন্বেষণ নয়, মহাকাব্যের গঠনরূপ নির্ণয়েও আলংকারিকদের দিশা দেখিয়েছে রামায়ণ। মহাকাব্যের গঠন, আয়তন ও অন্যান্য বিষয়বস্তুর সাথে নায়ক চরিত্রের গুণাবলির বর্ণনা করেছেন আলংকারিকেরা। সে-সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত না হলে প্রশ্ন দেখা দেয় চরিত্রের নায়কত্বে। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নায়ক নির্ণয়ে তাঁরা যত শব্দ বা সময় ব্যয় করেছেন মহাকাব্যের নায়িকা-লক্ষণ বিচারে ততটাই নীরব। আসলে মহাকাব্যের নায়িকা হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রাচ্য

আলংকারিকেরা সম্ভবত নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে গুরুত্বহীন রাখার মানসিকতা-প্রসূত এই দ্বিধা। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কর্মে উজ্জীবিত নায়িকা না থাকায় নায়কের পত্নীকে নায়িকা বলাও কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে শঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু আলংকারিকেরা না বললেও সদ্বংশজাত, ধীরোদাত্ত, দেবকল্প, ক্ষত্রিয়বীর নায়কের উপযুক্ত স্ত্রী-চরিত্রই মহাকাব্য-পাঠকের কাছে নায়িকার সম্মান পেয়ে আসছেন। সেই অর্থে চরিত্রগুলি কর্মপ্রবণতায় না হোক বংশগৌরব, মনন, পাতিব্রত্য ও শুভবোধে পতির অনুগতরূপেই গড়ে উঠেছে। আমাদের আলোচনার বিষয় রামায়ণ। এটি শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বেরও প্রাচীনতম মহাকাব্য। সুতরাং রামায়ণী চরিত্রের বিচার যে সর্বদা আলংকারিকদের ছাঁচে ঢালা পদ্ধতিতেই হতে হবে এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই।

রামায়ণের কাহিনি মূলত অযোধ্যার এক রাজপুত্রের বিজয়-কাহিনি। রামায়ণ বলতে বোঝায়— রাম অয়ন (প্রতিপাদ্য) যে কাব্যের[৩]। চরিত্র-গুণলক্ষণ বিচারে রামচন্দ্র এই মহাকাব্যের যথার্থ নায়ক। ধীরোদাত্ত, সদ্বংশজাত— সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান। রামের স্ত্রী রূপে সীতাকে তাই অনেকে নায়িকা হিসেবে মনে করতে পারেন। কিন্তু মান্য চরিত্র হলেও নায়িকার স্বভাব-গুণ তাঁর মধ্যে কতটা রক্ষিত— তা বিচার্য বিষয়। চরিত্রগুণ বিচারে রামায়ণের অন্যান্য অনেক নারী চরিত্রকে তাঁর চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। কৈকেয়ী, প্রমীলা, তারা বা মন্দোদরীর মত চরিত্রেরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও অন্যান্য গুণাবলিতে পাঠককে প্রভাবিত করেন। তাহলে তাঁদের কি মহাকাব্যের নায়িকার মর্যাদা দেওয়া যায় না? নাকি, রামায়ণ সেই অর্থে নায়িকাহীন মহাকাব্য? বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে। এই প্রবন্ধে রামায়ণের রচনাকৌশল নয়, আমাদের আলোচনার বিষয় কৈকেয়ী চরিত্র। রাম-কাহিনিতে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ তিনি। তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর চরিত্র-বিচার করব আমরা।

বিদগ্ধ পাঠকসকল জানেন যে, বাংলা ভাষায় রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূলত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ। অন্য সকল সূত্র থেকে কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটলেও আদিকবির কাহিনি-কাঠামো এখানে প্রায় অক্ষুণ্ণ। অপরাপর ভাষিক রামায়ণের মত চরিত্র নির্মাণে কিছু স্বাতন্ত্র্য অবশ্য কৃত্তিবাসের কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু বাল্মীকি সৃষ্ট চরিত্র থেকে কৃত্তিবাসের চরিত্রেরা ছিন্নমূল নন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনো চরিত্র বিচারের পূর্বে উৎসমূল অনুসন্ধানের জন্য বাল্মীকি রামায়ণের দিকে তাই দৃষ্টিপাত করতেই হয়। ঐতিহ্যের উত্তরসূরি রূপে প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রাম-কাহিনির বেশি কিছু পরিবর্তন না ঘটলেও অনেকক্ষেত্রে বদলে গেছে চরিত্রগুলি। কারণ, অনুবাদও এক স্বতন্ত্র নির্মাণ। সেই নির্মাণের পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে অনুবাদকের সমকালীন সময়, সমাজ ও পরিবেশ। স্থান ও কালের পার্থক্যের ফলে বদলে যাওয়া মূল্যবোধ ও সামাজিক চিন্তাধারা রামায়ণের অনুবাদে নিয়ে এসেছে বদল। একই কাহিনি সত্ত্বেও এই সমস্ত রচনা তাই হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যের বিষয় শুধুমাত্র কাহিনি, বর্ণনা বা সামাজিক প্রেক্ষাপট নয়; চরিত্রেরাও। বরং বলা ভাল, চরিত্রের পরিবর্তনই আলাদা মাত্রা এনেছে প্রাদেশিক রাম-কাহিনিতে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ‘শ্রীরামপাঁচালী’তে কৈকেয়ী চরিত্র আমাদের আলোচনার বিষয়।

বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ীকে প্রথম দেখা যায় যজ্ঞ সমাপনান্তে দশরথের থেকে চরু গ্রহণের সময়। সেখানে কৈকেয়ীর উল্লেখ পরোক্ষ; নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। কেকয় রাজকন্যার বহিরাঙ্গিক কোনো বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণে নেই। তবে কৈকেয়ীর প্রতি রাজা দশরথের আসক্তি দেখে তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের কথা পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। কৃত্তিবাসী কাহিনিতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বহু পূর্বেই ‘কৈকেয়ীর সহিত দশরথের বিবাহ’ অংশে কৈকেয়ীর কথা পাওয়া যায়। তাঁর রূপ সৌন্দর্যের উল্লেখ করে কৃত্তিবাস বলেছেন—

> “তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী।।
> কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান।
> আইল কি বিদ্যাধরী সয়ম্বর স্থান।।...
> ত্রিভুবনে নিরুপমা কি দিব উ।।”[৪]

দশরথ ও কৈকেয়ীর বিবাহসময়ে কৈকেয়ীর এই বর্ণনা খুবই প্রাসঙ্গিক। মহাকাব্যোচিত সংযমের কারণে বাল্মীকি সে পথে হয়তো পা বাড়াননি। কৃত্তিবাসের সে দায় ছিল না। কারণ কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরামপাঁচালী’ মহাকাব্য নয়। সচেতনভাবে মহাকবি খ্যাতিও পেতে চাননি তিনি। রাম-কাহিনির মাধ্যমে কৃত্তিবাস লোকনিস্তার অর্থাৎ লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। ফলে রাম-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথা শোনানোর সময় গল্পের প্রতি আদ্যোপান্ত একটা ঝোঁক থেকে গিয়েছিল তাঁর। সমকালীন সময় ও নিজ প্রতিভার যথার্থতা বিচার করে মহাকাব্যত্বের দিকে না গিয়ে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন বাঙালি রাম-কথাকার। আবহমান কাল ধরে বাঙালিসমাজের সর্বস্তরে জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাসের সাফল্যকেই ঘোষিত করে।

স্পষ্টবক্তা কৃত্তিবাস কৈকেয়ীর রূপবর্ণনা শুধু করেননি, বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ী সম্পর্কে অবর্ণিত আরো একটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন। দশরথের প্রধানতমা তিন মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ীকে কখনও মধ্যমা আবার কখনও কনিষ্ঠা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৈকেয়ীর মধ্যমার দাবী উড়িয়ে দিয়ে সুখময় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> "রাজপরিবারে স্বল্পভাষিণী মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রভাব বেশি ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ কনিষ্ঠা হইলেও কৈকেয়ীকে মধ্যমা বলা হইয়াছে। মধ্যবয়স্কা অর্থাৎ যুবতীরূপ অর্থেও মধ্যমা শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পারে... কৈকেয়ী দশরথের তৃতীয়া মহিষীই ছিলেন।"[৫]

কৃত্তিবাসী কাহিনিতে কৈকেয়ী স্পষ্টতই দশরথের মধ্যমা পত্নী। কাহিনিতে প্রথমে কৌশল্যার সহিত, পরে কৈকেয়ীর সহিত দশরথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কাহিনির পরবর্তী পর্যায়ে দশরথকে চাতুরি করে সুমিত্রাকে বিয়ে করতে যেতে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হল, মধ্যমা বা কনিষ্ঠায় কী এমন পার্থক্য? চরিত্রকে যা প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়টি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আমরা সকলেই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'— প্রবাদটির সাথে পরিচিত। স্বয়ং বাল্মীকি দশরথের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন—

> "স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম্।"[৬]

বহুপত্নীকের ক্ষেত্রে আবার কনিষ্ঠার প্রতি সম্মোহন অধিক হওয়া স্বাভাবিক। বাল্মীকির দশরথকে যে কারণে কৈকেয়ীর বশীভূত দেখানো হয়েছে। কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী চরিত্রে আমরা দেখি— মধ্যমা হয়েও কনিষ্ঠা সপত্নীকে অতিক্রম করে সে স্বামীর উপর নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছে। এতে কৃত্তিবাসের কৈকেয়ীর প্রভাবশালিতার দিকটিই ফুটে উঠেছে। দশরথের অন্যান্য পত্নী বা রামায়ণের অপরাপর চরিত্রের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়টি কৈকেয়ী চরিত্রের প্রথমাবধি লক্ষ করা গেল। এ তো গেল চরিত্রটির কবিকৃত উপস্থাপনা মাত্র। কৈকেয়ী চরিত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রামায়ণের যে স্থানে পাওয়া যায় তা হল— পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপনান্তে চরু বিভাজনের ঘটনায়। বাল্মীকি রামায়ণের মত শ্রীরামপাঁচালীর বর্ণনাও এক। তবে এখানে কৈকেয়ী তাঁর পরিচিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হন পাঠকের সামনে। বাল্মীকির কাব্যে কৈকেয়ী প্রকৃত অর্থেই সরল, সাধাসিধে! নাকি আর্য পরিমণ্ডলে, স্বামী ও রাজা দশরথের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি? রামায়ণ কাহিনিতে চরু বিভাজনে কৈকেয়ীর প্রাপ্তির পার্থক্য দেখে পাঠক তার কিছুটা অনুমান করে নিতে পারেন। তবে কৃত্তিবাসী রচনায় উঠে আসে বাঙালি অন্তঃপুরের নিয়ম-শৈথিল্যের পরিবেশটি। তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে কৈকেয়ীর কুটিল অন্তর্মনের পরিচয়। সপত্নীর ভাবী পুত্রের সৌভাগ্যোদয়ে ঈর্ষান্বিত কৈকেয়ী নিজের ভাগ থেকে এক অংশ চরু সুমিত্রাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়—

> "আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
> আমার পুত্রের সঙ্গী হবে সেই জন।।"[৭]

কৈকেয়ীর এই চিন্তা ও পরিকল্পনাকে রাজনৈতিক পরিপক্কতা বলে গ্রহণ করতে বাধা থাকলে তাঁকে অন্তত দূরদর্শী, রাজনীতিঅভিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্মত চরিত্র বলা চলে। সপত্নী-সমস্যা জর্জরিত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে একার দাবী যে নস্যাৎ হতে পারে এই সম্ভাবনা তাঁর মনে জেগেছিল। কিন্তু এই বৈষয়িক শিক্ষা তিনি কোথায় পেলেন? বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনির প্রেক্ষিতে বলা যায় এই অভিজ্ঞতা কৈকেয়ীর পিতৃপরিবার জাত। অযোধ্যাকাণ্ডের এক'শ সাত তম সর্গে আমরা রামকে ভরতের নিকট বলতে দেখি—

> "পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
> মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্।।"[৮]

অর্থাৎ, বিবাহের সময় পিতা (দশরথ) তোমার মাতামহের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি তাঁর কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দেবেন। বাল্মীকি রামায়ণের এই বিষয়টি কৃত্তিবাসী অনুবাদে নেই। কিন্তু কৈকেয়ীর মানসে এই শঙ্কা নির্মাণে অন্য উপযুক্ত পরিমণ্ডল নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন তিনি। দশরথের অন্দরমহলের যে চিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্কিত হয়েছে সেখানেই তা লুকিয়ে আছে। দশরথের চরু বিভাজনের ক্ষেত্রে বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যায় না।

সমগ্র চরুর অর্ধাংশ কৌশল্যার জন্য রেখে বাকি অংশের বড় ভাগটি দেওয়া হয় কৈকেয়ীকে। কৃত্তিবাসের দশরথ কিন্তু প্রথমা রাণীকে চরু দেওয়ার আদেশপ্রাপ্ত হয়েও তার দুই ভাগ করে একভাগ দিয়েছেন কৈকেয়ীকে।[৯] সুতরাং একথা বলাই যেতে পারে যে, কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী দশরথের প্রিয়তমা। বাল্মীকির কথামত শুধুমাত্র প্রাণ নয়, কৃত্তিবাসের দশরথ নিজের মানও কৈকেয়ীর পদতলে বিসর্জন করতে প্রস্তুত। চরিত্রটি পাঠককে প্রভাবিত করুক বা না করুক, দশরথকে যে সমধিক বশীভূত করে রেখেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দশরথের মনে কৈকেয়ীর এই প্রভাবের কারণ কী? উত্তরে বলতে হয়, সেই প্রভাবের কারণ নারীত্বের অনন্য স্বভাবসুলভ বিশিষ্টতায়, দেহজ সৌন্দর্য, স্বভাব-কৌশল্য, কটাক্ষশীলা মানিনী নারীর গুণে। সেই নারী পুরুষকে প্রভাবিত করে, মদমত্ত করে, কামনায় জর্জর করে তোলে। কৃত্তিবাস বলেছেন—

"বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।।"[১০]

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের এই যে আকর্ষণ, তা বহুবর্ষের সাধনার ফল। অপুত্রক নারীর প্রতি পতির দীর্ঘকালীন একনিষ্ঠ আকর্ষণের কারণ শুধুমাত্র দেহবিলাস হতে পারে না। দশরথের আস্থা ও ভরসাও অর্জন করে নিয়েছিলেন তিনি। রামায়ণী কাহিনিতে সেই চিত্র পাওয়া যায়। কর্তব্যক্লান্ত দশরথকে বিশ্রামের জন্য কৈকেয়ীর সঙ্গ কামনা করতে দেখা যায়। এই সঙ্গ শুধু শারীরিক নয়; মানসিক তৃপ্তিবিধানও। বাল্মীকি রামায়ণে এমন একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়। রাজসভায় রামের অভিষেক আয়োজনের যাবতীয় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে হর্ষোৎফুল্লচিত্ত দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। বাল্মীকি রামায়ণে রাজসভার সাথে রাজঅন্তঃপুরের কোনো অনুমোদিত সংযোগ দেখা যায় না। ফলে রামের অভিষেক সংবাদ অন্তঃপুরবাসীদের আগাম না জানার কথা। এমতাবস্থায় রামের অভিষেক বিষয়ে সংবাদ জানানোর জন্য দশরথ রাম-জননী কৌশল্যার কাছে না গিয়ে উপস্থিত হতে চেয়েছেন কৈকেয়ীর কক্ষে। শুধু তাই নয়, বাল্মীকি বলেছেন—

"প্রিয়ার্হাং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী।।"[১১]

অর্থাৎ, প্রিয়কথার যোগ্য (কৈকেয়ীকে) প্রিয় সংবাদ দেবার জন্য রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

রামায়ণী কাহিনিতে কৈকেয়ীকে রাজসভায় না দেখা গেলেও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগী রূপে কৈকেয়ীকে পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের নবম সর্গে মন্থরার মুখে ব্যক্ত হয়েছে বীরাঙ্গনা কৈকেয়ীর পরিচয়। মন্থরার ভাষায়—

"যৌ তে দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।"[১২]

দেবতাদের ত্রাস শম্বরের সাথে যুদ্ধে দশরথের সাথী ছিলেন কৈকেয়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যস্ত দশরথের প্রাণ বাঁচান তিনি। সুতরাং কৈকেয়ী একাধারে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আধার, মানসিক মুক্তির পথ ও রাজার যথাযোগ্য ক্ষত্রিয়াণী। একদিকে কুসুমকোমলতা, অন্যদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার। এখানেও কৌশল্যা, সুমিত্রা বা দশরথের অন্য পত্নীর চেয়ে কৈকেয়ী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক অন্য উচ্চতায়। রামায়ণের দশরথকেন্দ্রিক কাহিনিতে কৈকেয়ী অদ্বিতীয়া নায়িকা। পুরুষের অন্তঃপুরকেন্দ্রিক চর্মসঙ্গিনী শুধু নয়; আধুনিকা নারীর মত কৈকেয়ী বহির্জগতের কর্মসঙ্গিনীও। ধর্ম ও পরিবার কেন্দ্রিকতায় জীবন অতিবাহিত না করে রাজনীতি অভিজ্ঞতার ছাপ রেখেছে চরিত্রটি। এমনকি কৌশল্যা, সুমিত্রা বা সীতা চরিত্রের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ দেখা যায় না। কৈকেয়ীর রাজনীতি জ্ঞানের বিষয়টি মুখ্যত দ্বিস্তরীয়। এক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অনাগত প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে সামান্যতম সম্ভাবনাকেও নির্মূল করা। দুই, পরিমিত ও যথার্থ শব্দ নির্বাচন করে নিজের অভিলিপ্সাকে চরিতার্থতার পথ দেখানো। প্রথমটি নির্ভুল ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে দশরথের উপর। বাক্যজালের মাধ্যমে সত্যসন্ধ দশরথের সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছেন তিনি। দ্বিতীয় স্তরটি আমরা লক্ষ করি অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্র, দশরথ ও রামের সাথে কথোপকথনের সময়। রাজা বর্তমানেই নিজের প্রভুত্বে কী অগাধ আস্থা! কী কঠোর বাক সংযম! পরিমিত অথচ শানিত প্রত্যুত্তর!

দশরথের সঙ্গে কৈকেয়ীর যুদ্ধে যাওয়ার বৃত্তান্তসকল কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই। এতটা দুঃসাহসিকতা দেখানোর সাহস কৃত্তিবাস করে উঠতে পারেননি। কিন্তু বাংলা রাম-কাহিনিতে অস্ত্রসঞ্জীবনী বিদ্যার সাহায্যে কৈকেয়ী দশরথকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পাশাপাশি নখের মধ্যে রক্ত-পুঁজস্রাবী ব্রণ নিজের মুখ দিয়ে শোষণ করে দশরথকে স্বস্তিও দিয়েছেন তিনি। সুতরাং ঘৃণা দূরে সরিয়ে রেখে স্বামীসেবা ও কর্তব্যপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৌশল্যা যখন ব্রত পূজা নিয়ে রত, কৈকেয়ীকে সেখানে স্বামীসেবাপরায়ণ ও যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠতে দেখা যায়। দশরথের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্য পত্নীদের থেকে বাঙালি কৈকেয়ী যোগ্যতায় ও কর্মপ্রবণতায় অনেকটাই এগিয়ে। কৈকেয়ীর পতিসেবা ও পতিপরায়ণতার কথা রামের মুখেও উচ্চারিত হয়—

"পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারেবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার।। ...
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি।।"[১৩]

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ যে কী পরিমাণ অনুরক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ বাল্মীকি রামায়ণের অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যেমন, মন্থরার কথায়—

"ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।।
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপত
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ।।"[১৪]

কৃত্তিবাসের অনুবাদেও কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অনুরূপ অনুরক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়—

"কৈকেয়ী বিহনে আর তার নাহি গতি।।
... ...
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
উড়িল রাজার প্রাণ কৈকেয়ীর দুঃখে।।"[১৫]

অন্তঃপুরনিবাসী একজন নারী। বহুবল্লভ রাজার হৃদয়সাম্রাজ্যের অধিকারী হবার যে গৌরব; তা কৈকেয়ী লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর বড় প্রাপ্তি। এটাতেই তাঁর বিজয়। স্বামীর কাছে নিজের অধিকার আদায়েও কৈকেয়ী সফল। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও রূপসৌন্দর্যের প্রভাব খাটিয়ে এই অধিকার তিনি অর্জন করেছেন। স্বামীর মন থেকে; রাজার বাসনা থেকে অধিকারচ্যুত হবার ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়নি! এমনটাও নয়। তবুও বলতে হয়, কৈকেয়ী চরিত্রে ঈর্ষাকাতরতার থেকে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর অহংকার এবং নিজের প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসের গভীরতার কারণে কৈকেয়ী প্রথমত রামের রাজ্যাভিষেকে নিজের কোনো ক্ষতি আপাতপক্ষে দেখতে পাননি, এর আগে দশরথের কাছে বহুবার রামের গুণগান তিনি করেছেন। দ্বিতীয়ত, মান করে দশরথের কাছ থেকে নিজের পুত্রের জন্য সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। আত্মগৌরব ও দর্পকে সঙ্গী করেও কৈকেয়ী দশরথের অন্তঃপুরে যাপন করতেন এক প্রসন্ন জীবন। সেই প্রসন্নতার বেষ্টনীতে অধিকারহরণের দুশ্চিন্তা কী সিঁধ কাটতে পারেনি? রামের রাজ্যাভিষেকের খবর কৈকেয়ীকে উৎফুল্লতার সাথে গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু কাহিনিতে কৌশল্যা সহ অন্যান্য রাজমহিষীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের খতিয়ান অতটাও মসৃণ নয়। দশরথের অন্তঃপুরের ক্যানভাস বহুবর্ণে চিত্রিত, উজ্জ্বল হলেও, সতর্কতার সাথে লক্ষ করলে সেখানে দেখা যাবে ঈর্ষাকাতরতার মাকুচোরা দাগ। শুধু কৈকেয়ী নয়, নিজস্ব অধিকারবোধ ও স্বর্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা অনুযায়ী সকলেই অংশীদার। তাহলে কৈকেয়ী দূরে কেন? এই পর্যায়ে কৈকেয়ী সত্যিই আত্মবিস্মৃতা! না হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগতা নন কেন? সাধারণের বিচারে অংশটি বাল্মীকিকৃত কৈকেয়ীর দোষস্খালনের এক উত্তম উপায়। কিন্তু চরিত্র নির্মাণে কৈকেয়ীতে এই অংশটুকু দোষের বলেই আমাদের মনে হয়। কারণ, পাঠকের চাহিদা এবং কাব্যের বিচার এক নয়। পাঠকের চাহিদাকে মর্যাদা দিতে গেলে চরিত্রটিকে এখানেই আত্মহত্যা করাতে হত। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে প্রজ্ঞামানিনী, বিষয়াভিজ্ঞা, আত্মগর্বিণী, দর্পিতা কৈকেয়ী ভুল পদক্ষেপণের কথা ভাবলেনই বা কী করে? পূর্ববর্তী কৈকেয়ী চরিত্রের সাথে এ তো বেমানান। এ' কি ভ্রান্তি? না' কি ভুল? —যাই হোক তা কবিকৃত। শুদ্ধিকরণের জড়োয়া দাগও এখানে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। ন্যায়ের পরাকাষ্ঠায় কলুষমুক্ত করতে গিয়ে কবি কী কৈকেয়ী চরিত্রের প্রতি Poetic Justice করতে পারলেন? আমরা দেখেছি যে, মহাকাব্য রচয়িতারা চরিত্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্দয়— তা সে প্রধান চরিত্রই হোক বা পার্শ্বচরিত্র। জনমানসের অভীষ্ট নীতির যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়েছে শত শত মহাকাব্যিক চরিত্র। কৈকেয়ী চরিত্র অবশ্য সেদিক থেকে ভাগ্যবান। মহাকাব্যিক ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসার একটা সুযোগ অন্তত তিনি পেয়েছেন। মন্থরার মন্ত্রণা ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরামর্শে আবার সেই আত্মসচেতন কৈকেয়ীকে ফিরে পাই আমরা। এর জন্য মহর্ষি ও মন্থরা উভয়েরই ধন্যবাদ প্রাপ্য। বিকশমান একটি চরিত্রকে নিরভিমানী আত্মহননের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁরা।

মহর্ষি বাল্মীকি আসলে মন্থরার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অনুঘটক রূপে। প্রয়োজনীয় বারুদ তো তিনি মজুত রেখেছিলেন কৈকেয়ীর মধ্যেই। রামায়ণী কাহিনির প্রথম পর্যায়ে আমরা তাঁর মধ্যে যৌবনগর্বিতা মানিনী নারীর উত্তাপ লক্ষ করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে তার সাথে যুক্ত হয়েছে নিঃসংশয়ী অধিকারবোধ ও অপত্য স্নেহ। রাজনীতির ধূমায়িত কুণ্ডলীতে শ্বনিত হয়েছে কৈকেয়ীর শ্বাস। কৈকেয়ী মাতা। নিজ পুত্রের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে প্রধানতম আগ্রহের বিষয়। রাজনীতির আঙিনায় বিশ্বাসে বাজি রেখে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মহত্ত্বের হলেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। বাস্তববুদ্ধির পরিচয় অবশ্য কৈকেয়ী রেখেছেন। কিন্তু জৈবিক এই প্রবৃত্তির কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন খলনায়িকা। বৎসলতা'ই কৈকেয়ী চরিত্রের কলিমা লেপনের প্রধান সূত্র। এখানেই কৈকেয়ীর প্রতি পাঠক-সাধারণের অভিযোগ। আবহমান কাল ধরে কৈকেয়ী সে দোষের ভাগীদার। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই কি কৈকেয়ী দোষী? পাঠকের বিবেকের দ্বারে বিচারের ভার ছেড়ে দিলে আমাদের অবশ্য হতাশ হতে হয়। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হতে পারি এটা জেনে যে, চরিত্রের জনপ্রিয়তাই বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়।

আমাদের মনে হয় কৈকেয়ী সুযোগসন্ধানী; তারও অধিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বোদ্ধা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে বদলে নিয়েছেন তিনি। পরিবেশ ও স্বাভাবিক উদ্দীপনায় সাড়া দিয়েছেন। নিঃস্বার্থ ভাবে যে কৈকেয়ীকে স্বামীসেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত রাখতে দেখা যায়, সেই কৈকেয়ী স্বামীর সিদ্ধান্ত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে বদলে যাওয়া কৈকেয়ী সম্পর্কে। কৈকেয়ীর এই পরিবর্তন আত্ম-সচেতনতার নামান্তর মাত্র। শুধুমাত্র দাসী মন্থরার মন্ত্রণায় কান ভারী করার পাত্রী তিনি নন। দশরথের ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তী রাজনীতি তাঁকে অভিজ্ঞা করে তুলেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সজাগ, তৎপর'ও। ভরতের অনুপস্থিতিতে রামের রাজ্যাভিষেকের তোড়জোড় শঙ্কার বীজ বপন করে তাঁর মনে। অভিষেক উপলক্ষে আত্মীয় পরিজন ও অন্যান্য রাজারা উপস্থিত থাকলেও আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম নেই কেকয় রাজের। নিজের যৌবনের মত পিতৃবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল ভরতের নিঃস্বার্থচিত্ত উন্নত চরিত্রের প্রতি দশরথের আস্থা যে চিরস্থায়ী নয়, তাও কৈকেয়ী ভালোমতোই জানেন। বিপদের সামান্যতম আভাসেই জগতের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিজের সন্তানের সুরক্ষায় ব্রতী তিনি। তাই সোচ্চার হয়েছেন আপন অধিকারের জন্য। আশঙ্কার বীজ শুধুমাত্র দশরথের মনে রামের প্রতি আনুকূল্যে নয়। কৈকেয়ীর জীবন যে অন্দরমহলে আবদ্ধ; তাঁর জগত যেখানে সীমাবদ্ধ— সেই পরিবেশেও। বাল্মীকির কাহিনিতে কৌশল্যা বা অন্য রাণীরা কৈকেয়ীকে সরাসরি কিছু না বললেও কৌশল্যার মনোভাব আমরা জানতে পারি অযোধ্যাকাণ্ডের বিশতম সর্গে। রামের বনবাস যাত্রার সময় কৌশল্যা বলেন—

''অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকয়্যাঃ সমা বাপ্যথবাববা।।''[১৬]

অর্থাৎ, পতির আনুকূল্য না পেয়ে আমি (কৌশল্যা) অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করেছি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য বা তার অপেক্ষাও হীনভাবে রয়েছি। সতীনের সাথে ঘর করে তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় কৈকেয়ীর অজানা থাকার কথা নয়। সুতরাং কৌশল্যার মনের ঈশান কোণে লুকিয়ে থাকা এই মেঘের বজ্রগর্ভী হয়ে নেমে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের মনোভাবেও পরিবর্তিত রাজনীতির অনিশ্চয়তাকেই দ্যোতিত করে। যেখানে আমরা লক্ষ্মণকে ভরত সম্পর্কে বলতে দেখি—

"ভরতস্যাথ পক্ষো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে।।"[১৭]

অর্থাৎ, ভরতের পক্ষ অবলম্বনকারী এবং ভরতের হিতাভিলাষী সকলকেই আমি বধ করব। রাজার মৃত্যুর পর বা রাজার অবর্তমানে রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃসংগ্রামের ঘটনা বহুশ্রুত। কিন্তু তাঁর পরেই লক্ষ্মণ এ কী বললেন! —

"প্রোৎসাহিতোহয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃশঙ্কং বধ্যতাং বধ্যতামপি।।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ কী না কৈকেয়ী চালিত পিতা দশরথও আমাদের বধযোগ্য বা বন্ধনযোগ্য হবেন। এই চিত্র তো ইতিহাসেও বিরল। রাজরক্তবাহী হয়েও রামের চরিত্রে যে শালীনতা রক্ষিত হয়েছে তার ছিঁটেফোটা লক্ষ্মণের মধ্যে নেই। কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণও তাই। আর্যত্বের বল হারিয়ে বরং আরও বেশি গোঁয়ার। রামকেই বা নিষ্কলুষ চিত্ত বলা যায় কীভাবে? নিজের অভিষেক বিষয়ে দশরথের কাছ থেকে নিশ্চিত হবার পর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর আশ্বাস—

"লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্দ্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেহন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরূপস্থিতা।।"[১৯]

ন্যায়পরায়ণাতার জন্য রামায়ণের রাম চরিত্রের প্রসিদ্ধি। কিন্তু অপর দুই যোগ্য ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও এটাই কী তাঁর সাম্য দৃষ্টির পরিচয়? কৃত্তিবাসের রাম তো আরও সন্দিগ্ধ মনের পরিচয় রেখেছেন—

"আমি রাজ্য পাইব বিমাতা চিন্তান্বিতা।। ...
নাজানি বিমাতা আজি কোন যুক্তি করে।।"[২০]

বিষয়টিকে পূর্বেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন দূরদর্শী কৈকেয়ী। সম্ভাবনাময় চারাগাছটিকে তাই সমূলে উৎপাটনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি।

মহত্ত্বের অমৃতপান থেকে আত্মগর্বী, দর্পিতা কৈকেয়ী হয়তো বঞ্চিত হলেন, কিন্তু উন্নীত হলেন মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠায়। আত্মরক্ষার অধিকার আমাদের সকলের; এই কাজে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী কৌশল-মাত্র ব্যবহার করেছেন তিনি। চারিত্রিক কোনো দুর্বলতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ফাঁকি দিয়ে কোনো কিছু অর্জন তিনি করতে চাননি। নিঃস্বার্থ স্বামীসেবাপরায়ণা কৈকেয়ীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দুটি বর দিয়েছিলেন দশরথ। বরং দাসী মন্থরা মনে না করিয়ে দিলে দশরথের থেকে প্রাপ্ত বরের কথা তো কৈকেয়ী এক প্রকার ভুলেই ছিলেন। রাম সম্পর্কেও তাঁর সদর্থক ভাবনার প্রকাশ বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখে থাকি। রামায়ণী কাহিনিতে কৈকেয়ীর প্রতিস্পর্ধী চরিত্ররূপে যে চরিত্রটিকে ভাবা যেতে পারে তা হল— কৌশল্যা। তাঁকে কোনোভাবেই দশরথের সার্থক সহধর্মিণী বলে পাঠক ভেবে উঠতে পারেন না। কৃত্তিবাসের কৌশল্যা চরিত্রের মধ্যে বিপ্রতীপতা বর্তমান। ধর্মাশ্রয়ী চরিত্রটি সেভাবে যেন দাঁড়াতেই পারেনি। নববিবাহিতা সুমিত্রার প্রতি তাঁর অসূয়া কৃত্তিবাসী কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

"কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুইজন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন।।
সুমিত্রার রূপ মজাইবে ভূপ চিত।
আর না থাকিবে আমা সবাকার ভিত।।
নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ব্বতী শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হউক এই মাগে বর।।"[২১]

পাঠক হয়তো বলতে পারেন কৈকেয়ী একই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু, আত্মলগ্নতা ও অসূয়া কৈকেয়ী চরিত্রের মধ্যে প্রথম থেকেই বর্তমান। তা থেকে বেরিয়ে আসার দ্বিচারিতা কৈকেয়ীর মধ্যে নেই।

রামায়ণী চরিত্রগুলির মধ্যে কৈকেয়ী বলিষ্ঠ, দীপ্ত উন্নতশীর চরিত্র। চরিত্রস্রোতে সে-ই একমাত্র বিপরীতমুখী। তাঁর মধ্যে স্বামী, পরিবার, সমাজ— সকলের বিপরীতে যাবার মানসিক সংগঠন রক্ষিত। অযোধ্যা রাজপুরীর জনারণ্যে দাসী মন্থরা ছাড়া আর সবাই কৈকেয়ীর প্রতি বিমুখ, অসন্তুষ্ট। সকলের ঘৃণামিশ্রিত চাহিনিকে তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র কৃত অপমানকে কৈকেয়ী নীরবে সহ্য করে নিয়েছেন পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়। সময়ের দাবীকে কৈকেয়ী উপেক্ষা করে থাকেননি। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অযোধ্যার অন্তঃপুরের রাজনীতি যখন আবর্তিত তখন কৈকেয়ী জীবনসন্ধির এক বিশেষ ক্ষণে উপনীত। প্রিয় মহিষী রূপে কৈকেয়ী এতদিন দশরথের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি সপত্নীদের ঈর্ষার পাত্রী যেমন, তেমনই কামনাতুর দশরথের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। প্রধানতমা মহিষীর শুণ্যপদে অভিষিক্তা হবার সমস্ত গুণ এবং সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। সমস্ত কিছু নিজের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও বিষয়টিকে অমীমাংসিত করেই রেখেছিলেন কৈকেয়ী। সবল হয়েও দুর্বলের প্রতি আঘাত বা অহেতুক পারিবারিক শান্তিনাশ তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য নয়। দশরথের পরিবারের এতদিনের কলহশূন্যতা কৈকেয়ীরই বদান্যতা বলা যায়।

কৈকেয়ীর রূপজ ও দেহসৌন্দর্যের কথা পরোক্ষে আভাসিত হলেও বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস কেউই সরাসরি বর্ণনা করেননি। বর্ণনায় পরিমিত প্রয়াসমাত্র করে গেছেন তাঁরা। এতে করে চরিত্রটি মহাকাব্যিক বিস্তার না পেলেও, সংক্ষিপ্ত ও সংহত বর্ণনাতে পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সমস্ত উপাদানই আসলে মজুদ ছিল কৈকেয়ী চরিত্রের মধ্যে। প্লটের উদ্দেশ্যমূলকতা তাকে পার্শ্ব-নায়িকার আসনে হয়তো বসিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রামায়ণ কাহিনির গতি-প্রকৃতির নিয়ন্তা কেকয় দেশীয় এই রাজকন্যা। রাজবংশসম্ভূতা, রাজার দুহিতা, অপূর্ব দেহজ সৌন্দর্যের অধিকারিণী, গর্বিতা, প্রজ্ঞাবতী এক নারী। এটাই স্বাভাবিক। বাইরের এই পরিচয়ের অন্তরালে আছে এক নারীর মন। রাজা দশরথের বহুসংখ্যক পত্নীর মধ্যে কৈকেয়ী একজন। রাজা দশরথের মনকে তিনি যেভাবে পড়েছিলেন, অন্য কেউ সেভাবে জানতে পারেননি। কিন্তু স্বামী দশরথ কি কৈকেয়ীকে জানতে বা বুঝতে চেয়েছিলেন? তাহলে হয়তো রামায়ণী কাহিনি, দশরথ বা কৈকেয়ীকে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হত না। ক্ষমাতার অলিন্দে এসে পড়ে সংশয়, আশঙ্কা। বহুপত্নীক স্বামীর নিকটবর্তী থাকতে তাঁকে অবলম্বন করতে হয় কৌশল। পুত্রের ও নিজের আত্মরক্ষার্থে নামতে হয় এক অসম যুদ্ধে। যে যুদ্ধের তিনিই সেনাপতি, তিনিই সৈনিক। নিজের রূপ-সৌন্দর্য, সেবাপরায়ণতা, পরিশীলিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা শূন্যশিবির কৈকেয়ীর আয়ুধ। আপন রাজনৈতিক দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় প্রতিকূলতার কালো মেঘকে ফালা ফালা করে ফেলেছেন তিনি। সাফল্যের গর্ব ও অধিকারের প্রতিষ্ঠাও ঘটেছে ভালোমতই। নিজের ও নিজ-পুত্রের জীবনকে অনির্দেশিত ভাগ্যচক্রের কুহেলিকা থেকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। কিন্তু বিজয়িনী নারীর সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে সূর্যোদয়ের পূর্বেই। কৈকেয়ীর যাবতীয় প্রচেষ্টা যার সুখবিধানকে বা যাকে কেন্দ্র করে, সেই পুত্র ভরতের কাছে থেকেই এসেছে দুর্মর প্রত্যাঘাত। জীবনের বহু যুদ্ধে জয়ী, স্বভাবগর্বী, বীরাঙ্গনা কৈকেয়ী যার কাছে অবলীলায় নতি স্বীকার করেছেন। সংশয়ের ক্ষেত্র যখন উৎপাটিত, সম্ভাবনার সৌভাগ্যসিন্দুকের চাবি যখন করায়ত্ত সেইক্ষণেই মহাকাব্যের মহানাটকীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন কৈকেয়ী। এখানেই চরিত্রটি ট্র্যাজিক। এরপর তাঁর মনের অবস্থা বা পরিণতি সম্পর্কে পাঠকও বোধহয় আর বেশি ভাবিত হননি। অযোধ্যাকাণ্ডের পরবর্তী কাহিনিতে রামায়ণী অন্যান্য চরিত্রের ভিড়ে দশরথের প্রিয়তমা কৈকেয়ী যেন হারিয়ে গেলেন।

Reference:

১. মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ১২২৯

২. তদেব, পৃ. ৭-৮

৩. ভট্টাচার্য, সুখময়, 'রামায়ণের চরিতাবলী', আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, বৈশাখ ১৩৯৩ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ), নিবেদন অংশ।

৪. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ৩১

৫. ভট্টাচার্য, সুখময়, 'রামায়ণের চরিতাবলী', আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, বৈশাখ ১৩৯৩ (প্রথম আনন্দ সংস্করণ), পৃ. ২৪২

৬. মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ১৬১

৭. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ৫২

৮. মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ৩৮০

৯. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ২৭-২৮

১০. তদেব, পৃ. ৯২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১ মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ১৬০

১২. তদেব, পৃ. ১৫৭

১৩. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ ৯৬

১৪. মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ১৫৭

১৫. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ৯২

১৬. মহর্ষি বাল্মীকি, 'রামায়ণম্', পঞ্চানন তর্করত্ন (অনু.), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা-১, জুলাই ২০১৭ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃ. ১৯৩

১৭. তদেব, পৃ. ১৯৫

১৮. তদেব, পৃ. ১৯৫

১৯. তদেব, পৃ. ১৪৭

২০. কৃত্তিবাস, 'রামায়ণ', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, ২০১৮ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ৯৪

২১. তদেব, পৃ. ৩৩